বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

চোরাচালান প্রতিরোধ, মাদকদ্রব্য পাচার রোধ, সমুদ্র পথে অবৈধভাবে মানব পাচার রোধ ও মৎস্য সম্পদ রক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত পৃষ্ঠপোষকতা, প্রাজ্ঞ দিক নির্দেশনা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর অপারেশনাল কর্মকান্ড পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় সাফল্যের হারও আশাপ্রদভাবে বেগবান হয়েছে। উপকূল এলাকাসহ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর উপর অর্পিত দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় নজরদারী ও সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনা বৃদ্ধি করায় অবৈধ কর্মকান্ড উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। এ বাহিনীর সদস্যরা প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশের সমুদ্রসীমানা তৎসংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চল এবং বিভিন্ন নদ-নদীতে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নির্ভরতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। কালের পরিক্রমায় আজ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড উপকূলীয় অঞ্চলে একটি আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক প্রায় ৩,৩১৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার অধিক অবৈধ দ্রব্য সামগ্রী আটক করে বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

অপারেশানাল কর্মকান্ডে সাফল্য

চোরাচালান প্রতিরোধ

শুধুমাত্র চোরাচালান প্রতিরোধ অপারেশানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রায় ৫২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার বিভিন্ন প্রকার চোরাচালান পণ্য আটক করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক আটককৃত অবৈধ শাড়ী ও কাপড়

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২২ টি অবৈধ অস্ত্র, ৫১ রাউন্ডস তাজা গোলা, ০৩ রাউন্ডস ব্ল্যাংক কার্টিজ ও ৫৫টি দা/রামদা/ছুরি আটক করা হয়েছে। এছাড়াও ৩০১ জন বনদস্যু/জলদস্যু/ডাকাত/অন্যান্য অবৈধ কাজে জড়িত ব্যক্তি আটক করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, দক্ষিণ জোন (বেইস ভোলা ও হাতিয়া) কর্তৃক আটককৃত অস্ত্র ও ডাকাত

মৎস্য সম্পদ রক্ষা

মৎস্য সম্পদ রক্ষা অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রায় ৩,০৯৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা অর্থমূল্যের ১,৭৭,০৯৩ কেজি জাটকা/মা ইলিশ, ৬৯,৬৮,৮০,৭০৬ মিটার কারেন্ট জাল, ৪৯,২২,৬৯,১২১ মিটার অন্যান্য জাল, ১,২০৯১৭ টি মশারি/বেহন্দি জাল এবং ২২,৫৮,৫৬,৬১৯ পিস চিংড়ি পোনা, ২৮,৪৮৯ কেজি জেলি পুশকৃত চিংড়ি আটক করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, ঢাকা জোন কর্তৃক আটককৃত কারেন্ট জাল

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, ঢাকা জোন (স্টেশান পাগলা) কর্তৃক আটককৃত জাটকা

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, ঢাকা জোন কর্তৃক আটককৃত কারেন্ট জাল

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিয়মিতভাবে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রায় ১৫৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য আটক করেছে যার মধ্যে ৪৪,৫২,৭২৪ পিস ইয়াবা, ৫,৪২৩ বোতল/ক্যান বিভিন্ন প্রকার দেশীয়/বিদেশী মদ/ বিয়ার, ২.৯ কেজি ক্রিস্টাল মেথ আইস ও ৭৩.৭৯৭ কেজি গাঁজা রয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, পূর্ব জোন (টেকনাফ ও সেন্টমার্টিন্স) কর্তৃক আটককৃত অবৈধ ইয়াবা এবং বিয়ার

বনজ সম্পদ রক্ষা

সুন্দরবনসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মূল্যবান বনজ সম্পদ রক্ষায় পরিচালিত অভিযানে কোস্ট গার্ড অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রায় ০১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার প্রায় ৭৯৭.৬৩ ঘনফুট বিভিন্ন প্রকার বনজ সম্পদ আটক ও ০৭ টি তক্ষক, ২৫ টি হরিণের চামড়া, ১৬৮ কেজি হরিণের মাংস, ০৫ টি হরিণের মাথা উদ্ধার করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, দক্ষিণ জোন (পাথরঘাটা) কর্তৃক উদ্ধারকৃত তক্ষক

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, দক্ষিণ জোন (পাথরঘাটা) কর্তৃক উদ্ধারকৃত হরিণের মাংস, মাথা, পা ও চামড়া

করোনাকালীন সময়ে গৃহীত কার্যক্রম

সাম্প্রতিক সময়ে দেশব্যাপি করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) সনাক্ত ও মৃত্যুর হার উদ্বেগজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এতদ্প্রেক্ষিতে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরসহ জোনসমূহের অপারেশান্স রুমে করোনা মনিটরিং সেল গঠনের মাধ্যমে সার্বক্ষনিক করোনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক লকডাউন নিশ্চিতকরণ, সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণ ও মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জাহাজ, স্টেশান-আউটপোস্টের পাশাপাশি কুতুবদিয়া, কক্সবাজার, টেকনাফ, মজু চৌধুরীর হাট, ইলিশা ঘাট, মংলা, মোড়েলগঞ্জ, নলিয়ান, খাসিটানা, চাঁদপুর, গজারিয়া এবং মোহনপুরে চোক পয়েন্ট স্থাপনকরতঃ নৌ পথে জনসাধারণের চলাচল বন্ধ করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরে

অপহৃত জেলে উদ্ধার।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সুন্দরবন ও বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৮০ জন অপহৃত জেলে/বাওয়ালীকে উদ্ধার করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক উদ্ধারকৃত অপহৃত জেলে/ব্যবসায়ী

উদ্ধার অভিযান।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকায় দুর্ঘটনা কবলিত ১৬৮ জন যাত্রী/ক্রু, ৮১ টি মৃতদেহ ও ৩৩ টি বোট উদ্ধার করে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পূর্ব জোন (সারিকাইত) কর্তৃক উদ্ধারকৃত জেলে

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোন (ভোলা) কর্তৃক উদ্ধারকৃত মৃতদেহ

রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ রোধ।

সম্প্রতি মায়ানমারের বর্ডার গার্ড, পুলিশ ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে সৃষ্ট অস্থিরতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় টহল জোরদার করেছে এবং উক্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের গতিবিধির উপর কঠোর নজরদারি বজায় রেখে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ১৫২ জন বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিককে আটক করতে সক্ষম হয় এবং আটককৃতদের ভাসানচর আবাসন প্রকল্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড হতে প্রত্যাহত রোহিঙ্গা নাগরিকদের বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশে প্রতিহত করার লক্ষ্যে নৌবাহিনীর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে যৌথ টহল পরিচালনা করা হচ্ছে।

অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়ার পথে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পূর্ব জোন কর্তৃক

আটককৃত রোহিঙ্গা

সিলেট ও সুনামগঞ্জ অঞ্চলে বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ এবং পানিবন্দিদের উদ্ধার ও সার্বিক সহায়তা প্রদান।

বন্যা কবলিত সিলেট ও সুনামগঞ্জ অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গত ১৮ জুন ২০২২ হতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ১১টি বোট ও জনবল মোতায়েন করা হয়। এপ্রেক্ষিতে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরস্থ অপস রুমে মনিটরিং সেল চালু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বন্যা কবলিত সিলেট ও সুনামগঞ্জে পানিবন্দিদের উদ্ধার ও সার্বিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়াও গত ২৬ জুন ২০২২ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর মাননীয় মহাপরিচালক বন্যা কবলিত এলাকায় সিলেট ও সুনামগঞ্জে উপস্থিত থেকে পানিবন্দিদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন। সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যা কবলিত ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় বোটের মাধ্যমে বন্যাদুর্গতদের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, ঔষধ ও ত্রাণ বিতরণসহ বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

সিলেট ও সুনামগঞ্জ অঞ্চলে বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিতরণ

উপজেলা নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন ও ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন।

কোস্ট গার্ড তার দায়িত্বপূর্ণ উপকূলবর্তী এলাকায় উপজেলা নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন ও ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় কোস্ট গার্ড সদস্য মোতায়েন করে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেছে।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে টর্চ লাইট, রেইন কোর্ট, লাইফ বয় ও লাইফ জ্যাকেট বিতরণ।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক কর্তৃক ভোলা জেলার মেঘনা ও তেতুলিয়া নদী সংলগ্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত প্রান্তিক জেলেদের মাঝে রেড়িও, টর্চ লাইট, রেইন কোর্ট এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ বয় ও লাইফ জ্যাকেট বিতরণ করা হয়। চর ও দ্বীপঅঞ্চলের স্থানীয় জনসাধারণ ও সমুদ্রে মৎস্য আহরণের নিয়োজিত জেলেদের মাঝে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করার জন্য নলকুপ স্থাপন করা হয়। এছাড়াও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সর্বমোট ৩০টি মেডিকেল ক্যাম্পেইন পরিচালনার মাধ্যমে কোস্ট গার্ড এর আওতাধীন এলাকায় বসবাসরত গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে টর্চ লাইট, রেইন কোর্ট, লাইফ বয় ও লাইফ জ্যাকেট গরীব ও দুস্থদের মাঝে বিতরণ

স্বধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জাহাজ (বিসিজিএস) কামরুজ্জামান শুভেচ্ছা সফর।

গত ১৮-২০ এপ্রিল ২০২২ তারিখ ভারতের Goa-তে অনুষ্ঠিতব্য National Level Pollution Response Exercise ATPOLREX) সমুদ্র মহড়ায় অংশগ্রহণ করে। সমুদ্র মহড়া শেষে জাহাজটি প্রত্যাবর্তনকালে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও স্বাধীনতার ইতিহাস স্মরণে শুভেচ্ছা সফরের অংশ হিসেবে গত ২৪-২৭ এপ্রিল ২০২২ ভারতের চেন্নাই বন্দরে অবস্থান করে। উক্ত বন্দরে অবস্থানকালে ভারতীয় কোস্ট গার্ড ইষ্টার্ণ কমান্ড এর ডিস্ট্রিক্ট-৫ এর অধিনস্থ পলিউশন কন্ট্রোল সংস্থা CGPRT(E) এর স্থাপনার সম্মুখে গত ২৫ এপ্রিল ২০২২ চেন্নাইস্থ ভারতীয় কোস্ট গার্ডের স্থাপনায় 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের রুপকার এবং ভারতের সাথে সম্পর্ক বিষয়ক স্থির চিত্র ও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রথম অংশে ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনকাল এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অবদান বিষয়ক স্থির চিত্র প্রদর্শন এবং দ্বিতীয় অংশে ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনবৃত্তান্ত, সংগ্রামী জীবন, স্বাধীনতা যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে তার অবদান এবংভারতসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জাহাজ কামরুজ্জামানের ০৫ জন কর্মকর্তা ও ১২ জন নাবিকসহ ভারতীয় কোস্ট গার্ডের ০৭ জন কর্মকর্তা ও ২৮ জন নাবিক উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে প্রধান অতিথি ভারতীয় কোস্ট গার্ডের ইষ্টার্নকমান্ড এর পলিউশন রেসপন্স সংস্থা CGPRT(E) এর ওআইসি, ডিআইজি প্রমোদ পথিরিয়াল সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যে তিনি মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন বৃত্তান্ত এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অনস্বীকার্য অবদানসমূহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে ভারতীয়দের পূর্ব থেকে ধারণা থাকলেও বর্ণিত স্থির ও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমেনতুন প্রজন্মের ভারতীয় কোস্ট গার্ড সদস্যগণ এই মহান নেতার জীবনাদর্শ, দূরদৃষ্টি ও নেতৃত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়াসহ ভারতের সাথে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপনে তার অবদানের বিষয়ে পূর্ণ ধারনা অর্জন করেছে বলে তিনি অবহিত করেন। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শকে বুকে ধারণ করে বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্রমধারা অব্যাহত রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব হতে ভারতীয়দের জন্যও অনেকে কিছু শেখার আছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। পরিশেষে তিনি বিসিজিএস কামরুজ্জামান কর্তৃক আয়োজিত উক্ত স্থির চিত্র ও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরবর্তীতে অনুষ্ঠানে আগত সকল অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে নির্বাহী কর্মকর্তা, বিসিজিএস কামরুজ্জামান কমান্ডার এস এম নূর-ই-আলম, (জি), পিএসসি, বিএন (পি নং ১৪২১)

প্রধান অতিথিকে জাহাজের ক্রেস্ট ,বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বলিত স্মারক এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর লিখিত বই প্রদান এবং উপস্থিত ভারতীয় কোস্ট গার্ডের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা ও নাবিকদের স্মৃতি স্মারক প্রদান করা হয়।

নির্বাহী কর্মকর্তা বিসিজিএস কামরুজ্জামান কর্তৃক আগত অতিথিদের স্থির চিত্র সমূহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্যাদি।

“এনহ্যান্সমেন্ট অব অপারেশনাল ক্যাপাবিলিটি অব বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড” শীর্ষক প্রকল্প।

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মূল্য টাকা ৩৪৮৯৯.৬৬ লক্ষ এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০১৫ - জুন ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় ৩টি ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল (আইপিভি), ১টি ফ্লোটিং ক্রেন ও ৬টি হাইস্পিড বোট (বড়) খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ, খুলনা কর্তৃক নির্মাণ শেষে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ৩টি আইপিভি নির্মাণকাজ গত ৩০ এপ্রিল ২০১৯ এ সম্পন্ন হওয়ায় গত ২০ জুন ২০১৯ কোস্ট গার্ড কর্তৃক জাহাজসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয় এবং বিগত ১৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কমিশনিং করা হয়। ০১টি ফ্লোটিং ক্রেন ও ০৬টি হাইস্পিড বোট (বড়) মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক গত ১১ মে ২০২২ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে উক্ত জলযানসমূহ কোস্ট গার্ডের অপারেশনাল কাজে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

নির্মিত আইপিভিসমূহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কমিশনিং

১টি ফ্লোটিং ক্রেন

০৬টি হাই স্পিড বোট (বড়)

‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ’ প্রকল্প।

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মূল্য টাকা ৪৩৭৬২.১৩ লক্ষ এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় ৫ প্রকারের মোট ১৪টি জলযান (০২টি ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল (আইপিভি), ০২টি টাগ বোট, ০৬টি হাইস্পিড বোট (বড়), ০২টি হাইস্পিড বোট (ফেরি) এবং ০২টি হাইস্পিড বোট (ডাইভিং) ক্রয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রকল্পের সকল অঙ্গসমূহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কোস্ট গার্ডের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক গত ১১ মে ২০২২, ০১টি আইপিভি (বিসিজিএস অপূর্ব বাংলা), ০২টি টাগ বোট, ০২টি হাইস্পিড বোট (ফেরি) এবং ০২টি হাইস্পিড বোট (ডাইভিং) আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে উক্ত জলযানসমূহ কোস্ট গার্ডের অপারেশনাল কাজে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক জলযান উদ্বোধনের আলোকচিত্র

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প।

‘‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর জন্য লজিস্টিকস্ ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটিস গড়ে তোলা’’ শীর্ষক প্রকল্প।

প্রকল্পের আওতায় মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর নিজস্ব ডকইয়ার্ড নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় টাকা ৫৮৪৪০.৭০ লক্ষ। মূল প্রকল্পটি ২১ জুন ২০১৮ এবং সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব ০৪ জানুয়ারি ২০২২ এ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। বর্তমানে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হলোঃজানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের WD-1 প্যাকেজভুক্ত ১১ তলা বিশিষ্ট সিএসডি প্রশাসনিক ভবন এর বাস্তব অগ্রগতি ৮১% এবং WD-2 প্যাকেজভুক্ত ১০ তলা বিশিষ্ট অফিসার্স মেস ভবনের বাস্তব অগ্রগতি ৮১%)। WD-6 প্যাকেজভুক্ত ভূমি উন্নয়ন, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, গার্ড রুম কাম রিসিপশন রুম, আরসিসি রোড নির্মাণ এবং WD-7 প্যাকেজভুক্ত মাস্টার ড্রেন নির্মাণ, ৫০,০০০ গ্যালন ভূ-গর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ, ১৫০ ও ৩০০ মি.মি. জিআই নলকূপ স্থাপনের জন্য ০১ অক্টোবর ২০২০ তারিখ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ভূমি উন্নয়নের কাজ ৪৫%, বাউন্ডারী ওয়ালের কাজ ৬%, ১৫০ ও ৩০০ মি.মি. জিআই নলকূপ স্থাপনের কাজ ৫% এবং ৫০,০০০ গ্যালন ভূ-গর্ভস্থ জলাধার নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।WD-5 প্যাকেজভুক্ত ৬ তলা বিশিষ্ট জেসিও ব্যারাক ও নাবিক ব্যারাক ভবনদ্বয়ের ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৪০% ও ৪০%। WD-18 প্যাকেজভুক্ত নদীরক্ষা বাঁধ নির্মাণের জন্য গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্লক ও জিও ব্যাগ তৈরী ও স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩২%। এছাড়া WD-10 প্যাকেজভুক্ত স্লিপওয়ে ও আনুষঙ্গিক কাজ নির্মাণের পূনরায় দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে ২টি কোম্পানরি নিকট হতে দরপত্র পাওয়া যায় ও মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক দরপত্র মূল্যায়নকরত মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৮৪৪.৮৬ লক্ষ টাকা। বর্ণিত প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) তে ১৬৩০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির চিত্র

প্রকল্প এলাকা

ভূমি উন্নয়ন

সিএসডি ভবন

অফিসার্স মেস

জেসিও এবং নাবিক ব্যারাক

নদী রক্ষা বাঁধ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের "The Project for the Improvement of Rescue Capacities in the Coastal and Inland Waters" শীর্ষক প্রকল্প।

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মূল্য ২৮৭১২.৫০ লক্ষ (টাকা দুইশত সাতাশি কোটি বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র)। তন্মধ্যে JICA AID ১৯৫২৭.৫৬ লক্ষ (টাকা একশত পঁচানব্বই কোটি সাতাশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার মাত্র) এবং GOB ৯১৮৪.৯৪ লক্ষ (টাকা একানব্বই কোটি চুরাশি লক্ষ চুরানব্বই হাজার মাত্র) (অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী) এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পটি ১১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রকল্পটির প্রসাশনিক অনুমোদন জারী করা হয়। প্রকল্পটির আওতায় ২০টি ১০ মিটার রেসকিউ বোট এবং ০৪টি ২০ মিটার রেসকিউ ও অয়েল পলিউশন কন্ট্রোল বোটসহ সর্বমোট ২৪টি বোট বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে প্রদানের জন্য জাপান সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা নিম্নরুপঃ

১০ মিটার রেসকিউ বোট।

২০টি ১০ মিটার রেসকিউ বোট ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ এর মধ্যে বিভিন্ন সময় হস্তান্তর করা হয়েছে। একই বোটে ব্যবহারের জন্য ২০ সেট ক্যানোপি (বিশেষ ক্যানভাসের তৈরি ওয়াটার প্রুফ আচ্ছাদন) গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ হস্তান্তর করা হয়েছে।

২০ মিটার রেসকিউ বোট।

০৪টি ২০ মিটার রেসকিউ বোট ০৬ ডিসেম্বর ২০২১ হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া একই বোটে ব্যবহারের জন্য ১৮ সেট অয়েল পলিউশন কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ হস্তান্তর করা হয়েছে।

জাইকা বোট হস্তান্তর/গ্রহণের আলোকচিত্র

বাংলাদশে কোস্ট গার্ড এর উল্লখেযোগ্য সাফল্য।

২৫৭টি বিভিন্ন ক্যাটাগরী ও পদবির জনবলের পদ সৃজন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর সাংগঠনিক কাঠামো (টিওএন্ডই)-তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ০৫টি আইপিভি, ০২টি টাগ বোট ও ০১টি ফ্লোটিং ক্রেন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর সাংগঠনিক কাঠামো (টিওএন্ডই)-তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।